দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির নেতৃত্বে হামলা ॥ বাগমারা দামনাস কলেজ বন্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ সন্ত্রাসী হামলার কারণে জেলার বাগমারা উপজেলার দামনাস কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খোদ কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল গফুরের নেতৃত্বে পরিচালিত ওই সন্ত্রাসী হামলায় একজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। অন্যরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কলেজে পর্যায়ক্রমে ৫ জনকে অধ্যক্ষ নিয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগপ্রাপ্ত ওইসব অধ্যক্ষের যোগসাজশে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলায় শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী মহানগর থেকে প্রায় অর্ধশত কিলোমিটার দূরে বাগমারার দামনাস কলেজে পর্যায়ক্রমে ৫ জন অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর এই নিয়োগ দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সূত্রমতে, দামনাস কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় পারইটঙ্গি গ্রামের আব্দুল মান্নানকে। এর পর পর্যায়ক্রমে দেওপাড়ার নজরুল ইসলাম (১), বটগাছার শাহাবুর রহমান, হাটগাঙ্গোপাড়ার নজরুল ইসলাম (২) ও দামনাসের আনোয়ার হোসেনকে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে আনোয়ার হোসেনকে সর্বশেষ নিয়োগ দেয়া হলেও নজরুল ইসলাম (১) বর্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। আব্দুল মান্নান অবশ্য দাবি করছেন যে, তাঁর পরে নিয়োগপ্রাপ্ত চারজনের কেউই বৈধ নন। পরিচালনা পরিষদ তাঁকে পাশ কাটিয়ে এই চারজনকে নিয়োগ দিয়েছে। আর এসব কারণেই তিনিই কলেজের বৈধ অধ্যাপক। বিষয়টি নিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত মোঃ নজরুল ইসলাম (১)

নিয়োগ জটিলতা ॥ অধ্যক্ষের দাবিদার দুইজন

এবং আব্দুল মান্নানের মধ্যে অধ্যক্ষ পদ নিয়ে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। কলেজ পরিচালনা পরিষদ সভাপতিসহ অন্য সদস্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের উভয়কে মদদ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বিগত কয়েক মাস ধরে কলেজে হামলা পাল্টাহামলার ঘটনা ঘটে চলেছে।

সূত্র আরও জানায়, কলেজটিতে সর্বশেষ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে গত রবিবার সকালে। পূর্বের হামলা ও ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতার বিষয়টি আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছে। কিন্তু এর পরও কোন পক্ষই একে অপরকে ছাড় দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয় বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, নজরুল ইসলাম (১) অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির বদৌলতে যে দুই লাখ টাকা দেয়ার কথা ছিল সেগুলো কৌশল করে কলেজের যৌথ হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখেন। চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর কলেজের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করতে গিয়ে জানতে পারেন অধ্যক্ষের সঙ্গে যুগ্ম স্বাক্ষর ছাড়া টাকা উত্তোলন করা যাবে না। এতে তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। রবিবার সকাল ১০টার দিকে চেয়ারম্যান একদল সন্ত্রাসী নিয়ে কলেজে উপস্থিত হন। এ সময় অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা কলেজের শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয়। সন্ত্রাসীরা একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করলে অন্য শিক্ষকরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এ বিষয়ে রাজশাহী বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর অফিসে ফোন যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় তিনি ঢাকায় সরকারী কাজে রয়েছেন। চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত কলেজ পরিদর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।